আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
ও
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকল স্তরের কর্মচারীদের করণীয়

১. বাসা হতে বের হবার সময় অবশ্যই মাস্ক পরিধান করুন। বাসায় পুনরায় ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষনিকভাবে মাস্ক পরে থাকুন। তিন স্তর বিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করা উত্তম কারণ তা বারবার ধুয়ে ব্যবহার করা যায়। সার্জিক্যাল মাস্ক একবারের বেশী ব্যবহার করা যায় না তাই এটি ব্যবহার ব্যয়বহুল;

২. অফিসে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই গেটে স্ক্যানার দিয়ে দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করুন। তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রী ফারেন হাইট বা ৩৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী হলে অফিসে প্রবেশ করবেন না। অফিসকে অবহিত করে বাসায় চলে যান;

৩. অফিসে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই হ্যান্ডস্যানিটাইজার বা সাবান দিয়ে হাত ধৌত করুন। জুতার তলা প্রবেশমুখে রক্ষিত জীবানুনাশকে ডুবিয়ে অফিসে প্রবেশ করুন। অফিসে কাজ করাকালীন ঘনঘন দুইহাত সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে ধৌত করুন। হ্যান্ডস্যানিটাইজার দিয়েও হাত জীবানুমুক্ত করা যায় তবে সেটি ব্যয়বহুল;

৪. মুখ, নাক বা চোখে হাত দেয়া বন্ধ করুন। এটি নিশ্চিত করতে সার্বক্ষনিক মাস্ক এবং চশমা ব্যবহার করা উত্তম। হাঁচি কাশি আসলে অবশ্যই মুখ ঢেকে নিন;

৫. সর্বত্র (অফিসে, গাড়ীতে বা যেখানেই যান না কেন) পারস্পরিক শারিরিক/সামাজিক দুরত্ব (কমপক্ষে ৩ ফুট) বজায় রাখুন। মাস্ক বিহীন কোন ব্যক্তির কাছে (অন্তত ৪-৫ ফুট এর মধ্যে) যাবেন না;

৬. অফিসে পারস্পরিক যোগাযোগ ইন্টারকমের মাধ্যমে সম্পন্ন করুন। একান্ত অপরিহার্য হলে অবশ্যই মাস্ক পরে অন্যকোন সহকর্মীর (অবশ্যই মাস্ক পরিহিত) কাছে যাবেন;

৭. অফিসে দর্শনার্থী প্রবেশ নিরুৎসাহিত করুন। মোবাইল বা ইন্টারকমে আলাপ করুন। একান্ত অপরিহার্য ক্ষেত্র ব্যতিত দর্শনার্থীর সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলুন;

৮. কোন দর্শনার্থীর অপরিহার্য ক্ষেত্রে অফিসে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই তার দেহের তাপমাত্রা মাপুন এবং হাত, জুতার তলা পরিস্কার করা ও মাস্ক ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন;

৯. নিজের ব্যবহৃত টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রাংশ প্রতিদিন ব্যবহারের পূর্বে ও পরে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করুন;

১০. গাড়ী চালকগন গাড়ির বাহিরের অংশ প্রতিদিন ধৌত করবেন এবং হাতল ও যে সকল স্থানে সচারাচর হাত দেয়ার প্রয়োজন হয় তা জীবাণুনাশক দিয়ে নিয়মিত পরিস্কার করবেন। গাড়ী চালানোর সময় সঠিকভাবে মাস্ক ও হ্যান্ডগ্লোবস ব্যবহার করবেন;

১১. কারো দেহের তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী হলে এবং হাছি, কাশিতে আক্রান্ত হলে তার অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। অফিসকে অবহিত করে বাসায় আইসোলেশনে থাকবেন। প্রয়োজনে অনলাইনে কাজ করুন।

মনে রাখবেন আপনি নিরাপদ থাকার চেষ্টা করলে অন্যরাও নিরাপদ থাকবে। তাই ব্যক্তি সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী। আতঙ্কিত হবেন না।